দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 07-JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ......

'বাউবি' আগামী দিনের ম্যাগা ভার্সিটি

বিশেষ প্রতিবেদন

বদরুল হায়দার চৌধুরী

যদি এমন হত। একজন শিক্ষার্থী নিজ এলাকার কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসে থাকবেন। সুইচ টেপার সাথে সাথে তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে, দেশ বরেণ্য একজন শিক্ষকের। পারস্পরিক যোগাযোগে শিক্ষার্থী জেনে নেবে, নানা প্রশ্নের উত্তর। এটাও কি সম্ভব? বিষয়টি এ দেশের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বপ্নের মত।

কিন্তু এই স্বপ্নটাই আজ বাস্তবতার মুখ দেখতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) মিডিয়া সেন্টার এরূপ বহু স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবে। আধুনিক মিডিয়ার বদৌলতে একজন শিক্ষার্থী কর্মস্থলে থেকেই নিজেকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে পারবে। একে একে অর্জন করতে পারবে এস, এস, সি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পর্যন্ত। আর এলক্ষ্যেই বাউবি নির্মাণ করছে মিডিয়া সেন্টার। সেখানে রয়েছে বিশ্বের সব সর্বাধুনিকযন্ত্রপাতিরসুযোগ-সুবিধা।

পৃথিবীব্যাপী মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্সের বিপ্লব, দূরশিক্ষণ ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করে তুলেছে। শুধু মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে জনগণের এতটা কাছে নেয়া যায়, তা ইতোপূর্বে ভাবাও যায়নি। পৃথিবীর নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত বাউবিও এ সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। স্বল্প কলেবর। তারপরও ৮০ হাজার শিক্ষার্থী আজ এ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করছে। আশা করা যাচ্ছে, ১৯৯৮ সালে বাউবি'র আধুনিক মিডিয়া সেন্টারটি কাজ শুরু করলে, এটি একটি 'ম্যাগা ভার্সিটি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। কিভাবে এ কাজ সম্ভব?

আধুনিক শৈলীর নির্মিয়মাণ এ ভবনটিতে থাকছে দু'টি টেলিভিশন স্টুডিও। এর একটির আয়তন ১৩০ বর্গমিটার। অপরটি ৮০ বর্গমিটার। শুধু তাই নয়, এ ভবনে স্থাপিত হবে পাঁচটি ভিডিও এডিটিং স্যুট। যেখানে থাকবে ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পন্ন অত্যাধুনিক ভিটিআর মেশিন, কম্পিউটারাইজ এডিটিং সিস্টেম ও গ্রাফিকস এনিমেশনসুবিধাদি।

শিক্ষাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়াই বাউবি'র অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সহজতর করার জন্যে এর রয়েছে বারোটি আঞ্চলিক কেন্দ্র। এগুলোর মধ্যে দশটি পুরোপুরি কাজ শুরু করেছে। দু'টি চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। এসব কেন্দ্রকে সংক্ষেপে আরআরসি (রিজিওনাল রিসোর্স সেন্টার) বলা হয়। স্থানীয় শিক্ষার্থীরা এসব কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাবতীয় শিক্ষা সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। গাজীপুরস্থ মিডিয়া সেন্টারের সঙ্গে আরআরসিগুলোর থাকবে সরাসরি যোগাযোগ শিক্ষার্থীদের। পাঠ গ্রহণের সুবিধার্থে বাউবি'র মিডিয়া সেন্টারে সংযোজিত হবে ক্যাসেট মাস্টি কপি যন্ত্রপাতি। এর মাধ্যমে বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের কাছে, অডিও-ভিডিও শিক্ষা প্রোগ্রামসমূহ ক্যাসেট আকারে পৌছে দেয়া সম্ভব হবে।

অন্যান্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনুষ্ঠানমালা বিনিময় করার লক্ষ্যে মিডিয়া সেন্টারে স্ট্যান্ডার্ড কনভার্সন, ফর্মেট ট্রান্সফার যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হবে। আরো থাকছে আধুনিক প্রিভিউ থিয়েটার ও একটি কোয়ালিটি চেক ইউনিট। এর মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আগে মান যাচাই করা হবে।

এছাড়া সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি টেপ লাইব্রেরি এ মিডিয়া সেন্টারে স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ও সিডি রম কানেকশনের সাহায্যে পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরি তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ সেন্টারে আরো থাকবে পাঁচটি ইএফপি (Electric Field Production) ইউনিট। বাউবি'র শিক্ষামূলক টিভি অনুষ্ঠান, অংশ বিশেষ অথবা পরিপূর্ণভাবে স্টুডিও'র বাইরে ধারণ করতে এ ইউনিটের বিশেষ ভূমিকা আছে।

রেডিও-টিভি চ্যানেল ব্যবহার করে বাউবি প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাকার্যক্রম পৌছে দিচ্ছে। এ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার জন্যে মিডিয়া সেন্টারে থাকবে একটি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ রেডিও স্টুডিও, ডাবিং স্যুট ও তিনটি অডিও এডিটিংস্যুট।

সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার ক্ষমতা বাউবি মিডিয়া সেন্টারের থাকবে না। এখানে তাকে ঢাকার রেডিও-টিভি স্টেশনের সাহায্য নিতে হবে। আর এ ব্যবস্থাকে সহজতর করার জন্যে গাজীপুরস্থ বাউবি ক্যাম্পাসে স্থাপিত হচ্ছে দু'শ' ফুট উঁচু একটি টাওয়ার এবং মাইক্রোওয়েভ লিংক পদ্ধতি। এসবের মাধ্যমে গাজীপুর থেকে বাউবি নির্মিত টিভি এবং রেডিও অনুষ্ঠানমালা সরাসরি বিটিভি ও বেতারের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা সম্ভব হবে।

অডিও-ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি দূরশিক্ষণে এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে চীন, জাপান, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া ও কোরিয়ার জাতীয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে। এ পদ্ধতির প্রসারের ফলে বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এখন আর শুধুমাত্র সে দেশের সম্পদ নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বের, মানবজাতির সম্পদে পরিণত হয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সারাবিশ্বে কয়েকজন সাধারণ মানের শিক্ষক ছাত্রদের যে ধরনের জ্ঞান সরবরাহ করতেন, এখন মাত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সেই কাজটি আরো ভালভাবে করতে পারবেন। মালয়েশিয়ার মারা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি গতবছর থেকে এ প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে। বাউবি এ মুহূর্তেই ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি চালু করতে পারছে না। তবে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আগামী বছর থেকে চালু করছে অডিও টেলিকনফারেন্সিং পদ্ধতি। এটি চালু হলে গাজীপুর থেকে বাউবি'র বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি আন্তঃযোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হবে। এক সাক্ষাৎকারে বাউবি'র মিডিয়া ডিরেক্টর সৈয়দ লুৎফি আলি জানালেন, মিডিয়া সেন্টারটি চালু হলে এবং বিটিভি'র দ্বিতীয় চ্যানেল পাওয়া গেলে, এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিদিন পাঁচ-ছয় ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পারবে। তিনি আরো বললেন, বাউবি'র শিক্ষা কার্যক্রম পুরোপুরি চালু হলে দেশে গণশিক্ষার হার একটা সন্তোষজনক অবস্থানে এসে পৌছবে। জনাব আলি আরো জানালেন অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাউবি মিডিয়া সেন্টার কম্পিউটারের সাহায্যে ইন্টারনেট ল্যান, গ্লোবাল নেটওয়ার্কিং ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অনুষ্ঠানমালা ও পাঠ সামগ্রী আদান-প্রদান করে এদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিস্ময় সৃষ্টি করবে। ❑

মিডিয়া সেন্টারে বাউবি'র অনুষ্ঠান এডিটিং-এর কাজ চলছে।